বাণী

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

০২ আষাঢ় ১৪২০
১৬ জুন ২০১৩

কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশব্যাপী 'ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী' অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

পুষ্টি সরবরাহ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ফলদ বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম। পৃথিবীতে মানবজাতি ও প্রাণিকুলের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ফলদ বৃক্ষ রোপণ ও পরিচর্যার কোনো বিকল্প নেই। এবারের ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষে আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠালের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়ায় আমি খুশি হয়েছি। কাঁঠাল একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফল। বাংলাদেশের সর্বত্র কাঁঠালের চাষ হয় এবং এর কাঠও অত্যন্ত মূল্যবান।

কাঁঠালের মতো অন্যান্য সুস্বাদু ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশে অল্প পরিচর্যায় যথেষ্ট ফল দিয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ও রাস্তার ধারে এবং শহরাঞ্চলে বাড়িঘরের ছাদে ও টবে দেশি ফল চাষ করে আমরা অনায়াসেই দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারি। বাণিজ্যিকভাবে দেশি ফলের চাষ বৃদ্ধি করে পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ফল রফতানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব বলে আমার বিশ্বাস। তাই ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ উদযাপনে এ বছরের প্রতিপাদ্য 'দেশি ফলে বেশি পুষ্টি, অর্থ খাদ্যে পাই তুষ্টি' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি দেশব্যাপী সকলকে অধিকহারে ফলদ বৃক্ষ রোপণের আহ্বান জানাই এবং ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৩ এর সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

বাণী

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মানবদেহের পুষ্টির চাহিদা পূরণ, মেধার বিকাশ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ফলের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশে রয়েছে বিভিন্ন মৌসুমের হরেক রকমের বাহারী ফল যা স্বাদে গন্ধে ও পুষ্টিতে অনন্য। কিন্তু সময়ের আবর্তে আমাদের অনেক ফল যেমন খুদেজাম, গোলাপজাম, ডালিম, ডেউয়া, গাব, লটকন, কদবেল এসব অপ্রচলিত দেশি ফল আজ বিলুপ্তির পথে।

সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন যে পরিমাণ ফল খাওয়া প্রয়োজন আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় অনেকের পক্ষেই সে পরিমাণ ফল খাওয়া সম্ভব হয় না। তাই দেশি ফলের চাষ বৃদ্ধি করে পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও বিদেশি ফলের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে আমাদের সুস্বাদু বৈচিত্র্যময় ফল রফতানির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা সম্ভব।

আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর যা দেশের সর্বত্রই পাওয়া যায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুষ্টিগুণ বিবেচনায় কাঁঠালকে জাতীয় ফল হিসেবে ঘোষণা করেন। কাঁঠালে আছে প্রচুর পরিমাণ শর্করা, আমিষ ও ক্যারোটিন যা আমাদের দৈহিক গঠনে সহায়তা করে ও পুষ্টি জোগায়। কাঁঠাল এমনই একটি ফল যা সবটাই ব্যবহৃত হয়। এ গাছের পাতা অত্যন্ত লোভনীয় প্রাণিখাদ্য এবং কাঠ অনেক মূল্যবান। ফল মানুষ ও প্রাণিকুলের অত্যন্ত প্রিয়। ফলের বাকল (ভোতা) গোখাদ্য এবং কাঁঠালের বীচি অত্যন্ত সুস্বাদু সবজি। এছাড়া কাঁচা কাঁঠালের সবজি আমাদের অত্যন্ত প্রিয়। আমাদের জাতীয় ফল কাঁঠাল আমাদের দেশে নিম্ন আয়ের মানুষের ক্ষুধা ও ফলের চাহিদা মিটায়। কাঁঠাল চাষ করে কৃষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। শুধু দেশে নয় বিদেশেও কাঁঠালের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। আমাদের রফতানিযোগ্য ফলের তালিকায় কাঁঠালের অবস্থান সর্বোচ্চ।

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ একদিকে যেমন আমাদের বিলুপ্তপ্রায় ফলসমূহকে হারিয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে অপরদিকে ফল চাষ এবং এর প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বাড়তি আয়ের সুযোগ সৃষ্টি ছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশি ফল বেশি চাষ করে পুষ্টি সরবরাহ, আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করতে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৩ এর প্রতিপাদ্য 'দেশি ফলে বেশি পুষ্টি, অর্থ খাদ্যে পাই তুষ্টি' যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি সকলকে কাঁঠালসহ অন্যান্য দেশি ফলের গাছ অধিকহারে রোপণের আহ্বান জানাই এবং ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৩ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(মতিয়া চৌধুরী)

বাংলাদেশে ফল চাষের প্রসার : সমস্যা ও সম্ভাবনা

মুকুল চন্দ্র রায়*

মহাপরিচালক
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

সৃষ্টির উষালগ্ন থেকেই ফল পশু-পাখি ও মানুষের পরম বন্ধু। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া বিভিন্ন জাতের ফল চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। স্বাদে-গন্ধে ও পুষ্টিতে অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কাঁঠাল, আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, লটকন ইত্যাদি ফল অল্প পরিচর্যায় আশানুরূপ ফলন দিয়ে থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাস মধু মাস বলে সবার কাছে পরিচিত। বৈশাখ থেকে শ্রাবণ এ চার মাসে দেশের মোট ফলের ৫৪% উৎপাদিত হয়ে থাকে।

বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সহজ উৎস হচ্ছে ফল। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফলের অবদান উল্লেখযোগ্য। আমাদের ফসলভিত্তিক জাতীয় আয়ের ১০% ফল থেকে আসে বিধায় দেশি ফল চাষের প্রসার ঘটিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনা সম্ভব।

দেশি ফলের উৎপাদন চাহিদা অপেক্ষা কম হওয়ায় এবং অন্যান্য শস্যের চেয়ে ফলের দাম সাধারণত বেশি হয় বলে ফল চাষিদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন মৌসুমের পর সংরক্ষিত ফল অধিক দামে বিক্রি করা যায় এবং উদ্বৃত্ত ফল ও ফলজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যায়। অধিক চাহিদার কারণে দেশি ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। এতে পর্যাপ্ত শর্করা, ভিটামিন ও ক্যারোটিন রয়েছে। উন্নত পুষ্টিমানের পাশাপাশি কাঁচা কাঁঠাল ও বিচি উপাদেয় তরকারি। স্বাদে-গন্ধে অতুলনীয় এই ফল গাছ থেকে উন্নতমানের কাঠও পাওয়া যায়। কাঁঠাল এমন একটি ফল যার সব অংশই খাওয়া যায়। দেশের স্বল্প আয়ের অনেক মানুষ গ্রীষ্ম মৌসুমে কাঁঠাল খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করেন। কাঁঠালের অভক্ষণযোগ্য অংশ উত্তম গোখাদ্য ও কাঁঠাল পাতা ছাগলের প্রিয় খাবার। রফতানিযোগ্য খাদ্যে বা পণ্যের তালিকায়ও কাঁঠালের অবস্থান শীর্ষে। কাঁঠালগাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। পরাগায়নজনিত সমস্যা ও সুষ্ঠু পরিচর্যার অভাবে অনেক সময় কাঁঠালের ফলন ও আকার-আকৃতি ভালো হয় না। উঁচু ও সুনিষ্কাশিত অম্ল দো-আঁশ মাটিতে কাঁঠাল ভালো হয়। দ্রুত নগরায়ন ও শিল্পায়নের দরুন অনেক কাঁঠাল বাগান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাঁঠালের রস থেকে বিভিন্ন ধরনের জ্যাম-জেলি তৈরি করে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর পর তা বিশ্ববাজারে রফতানি করে কৃষকরা আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। ছোট আকারের কাঁঠালের জাত উদ্ভাবন করে তা সহজেই বাজারজাত করা সম্ভব। বাংলাদেশের ঢাকা, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, সিলেট, রাজশাহী, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, পার্বত্য জেলা ও যশোর অঞ্চলে কাঁঠাল ভালো জন্মায়।

দৈনন্দিন পুষ্টির চাহিদা পূরণ করতে যতটুকু ফল খাওয়া প্রয়োজন আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থায় অনেকের পক্ষেই সে পরিমাণ ফল খাওয়া সম্ভব হয় না। তবে আশার কথা, আম, লিচু, পেয়ারা, কুল, তরমুজ প্রভৃতি ফলের আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফল গাছে বিশেষ করে বসতবাড়ির আনাচে-কানাচের ফলগাছগুলো একটু পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি করা সম্ভব।

দেশের প্রচলিত ও অপ্রচলিত ফল চাষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং ফল চাষের আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কয়েক বছর ধরে জাতীয় ফল মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। কাঁঠাল চাষের প্রসার বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করে কৃষি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে–'দেশি ফলে বেশি পুষ্টি–অর্থ খাদ্যে পাই তুষ্টি'। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল চত্বরে আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী (১৬-১৮ জুন ২০১৩) জাতীয় ফল প্রদর্শনী-২০১৩ ফলদ বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে আরো বেগবান করবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ (১৬-৩০ জুন ২০১৩) উপলক্ষে মৌসুমে ৯০,৮০,৪০০টি ফলদ বৃক্ষ এবং ১১,৫৯,২০০টি ভেষজ গাছের মোট ১,০২,৩৯,৬০০টি চারা রোপণ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তিন দিনব্যাপী আয়োজিত এ মেলায় মোট ৩৭টিরও বেশি প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত ফল ও ফলজাত বিভিন্ন পণ্য এবং উৎপাদন সহায়ক প্রযুক্তি প্রদর্শন করবে।

এক হেক্টর জমিতে ধানের উৎপাদন যেখানে ৩.০-৪.০ মেট্রিক টন সেখানে একই পরিমাণ জমিতে কলার উৎপাদন হচ্ছে হেক্টরপ্রতি প্রায় ২০ মেট্রিক টন। একইভাবে উৎপাদিত ফল থেকে আয়ের পরিমাণও প্রধান ফসল ধানের তুলনায় দুই থেকে তিন গুণ বেশি। কাজেই স্বল্প পরিসরে ফল চাষ করে একদিকে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। অপরদিকে খাদ্য পুষ্টির ঘাটতি মেটানো সম্ভব।

বাড়তি জনসংখ্যার চাপ, আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাব, নদীভাঙন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, কলকারখানা স্থাপন প্রভৃতি কারণে চাষের জমি বিশেষ উঁচু জমি ক্রমেই কমে যাচ্ছে। উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থা, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের অভাবে চাষিরা প্রায়ই ন্যায্য বাজারমূল্য পান না। তাছাড়া ফল সংগ্রহের আধুনিক কলাকৌশল না জানার ফলে প্রায় ৪০% ফল সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে নষ্ট হয়ে যায়। ভরা মৌসুমে সব ফলের বিপুল সমারোহ ঘটে, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেড়ে যাওয়ার দরুন ফলের দাম কমে যায়। চাষিরা লোকসানের সম্মুখীন হন এবং ফল চাষে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়েন। আধুনিক উপায়ে ফলের জুস, জ্যাম, জেলি, আচার প্রভৃতি তৈরি করে সংরক্ষণ ও রফতানি করতে পারলে ফল চাষে আরো অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব। বহির্বিশ্বে প্রায় ৮০ লাখ বাংলাদেশী রয়েছে। তাই দেশের বাইরেও বাংলাদেশী ফলের বেশ কদর রয়েছে।

সমস্যা ও সম্ভাবনা

ফল উৎপাদন মৌসুমভিত্তিক। অধিকাংশ ফলই যেমন– আম, কাঁঠাল, লিচু ও আনারস বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে পরিপক্ব হয় এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই এদের প্রাপ্যতা শেষ হয়ে যায়। অনেক অপ্রচলিত ও স্বল্পপ্রচলিত ফল যেমন– কুল, আমড়া, আমলকী, জলপাই, বেল, সফেদা, ডালিম, কামরাঙা ইত্যাদি রয়েছে যেগুলো বছরের বিভিন্ন সময়ে উৎপাদিত হয়ে থাকে। মিশ্র ফল বাগান বা মৌসুমভিত্তিক ফল বাগান সৃজন করে সারাবছর পুষ্টি জোগান দেয়া সম্ভব।

তাছাড়া বছরের কিছু সময় বিশেষ করে মধু মাসে বিভিন্ন ফলের সমারোহ থাকলেও সারাবছর ফলের প্রাচুর্য থাকে না। আমদানি করা বাহারি ফল কিছু কিছু দোকানে শোভা পেলেও তা সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকে না। অথচ আমাদের ফলের চাহিদা নিত্যদিনের। ফল কম খাওয়ার কারণে একদিকে যেমন স্বাভাবিক খাবারে বাড়তি চাপ পড়ছে, অন্যদিকে অপুষ্টিজনিত কারণে বিশাল জনগোষ্ঠী নানা রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। দেশজ ফলের পুষ্টিমান আমদানিকৃত বিদেশি ফলের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। বিদেশি আপেল-আঙ্গুরের চেয়ে দেশি ফল লিচু, পেয়ারা, আমলকী, বেল, কলা, জাম ইত্যাদিতে ভিটামিন ও খনিজ লবণের পরিমাণ মোটেই কম নয়। দেশজ ফলে পোকা ও অন্যান্য রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয় এবং আবহাওয়ার বৈরী পরিবেশেও আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। আবাদ ও পরিচর্যার অভাবে দেশ থেকে লটকন, ডেউয়া, ক্ষুদেজাম, আতা, শরিফা, তেঁতুল, কাউ, বিচি কলা ইত্যাদি ঐতিহ্যবাহী ফল বিলুপ্ত হতে চলেছে। এসব ফল রক্ষা করার লক্ষ্যে হাইব্রিড উন্নতজাতের চারা বা কলমের পাশাপাশি এগুলো চাষে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা দরকার।

উন্নতজাত, মানসম্পন্ন চারা/কলম ও নিবিড় পরিচর্যার অভাব এবং বৈরী আবহাওয়ার দরুন আমাদের দেশে ফলের কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না। ফলের উন্নত এবং স্থান/অঞ্চল উপযোগী জাত, আধুনিক পরিচর্যা ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সারাদেশে ফলচাষিদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর মাধ্যমে দেশে ফলের উৎপাদন বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব। পরিবেশ সংরক্ষণ, জনগণের পুষ্টি নিশ্চিত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বনজ বৃক্ষের পাশাপাশি দেশে আরো অধিকহারে মানসম্পন্ন ফলদ বৃক্ষ রোপণ করা দরকার। দেশের ২ কোটি ২৫ লাখ বসতবাড়িতে ক্ষুদ্র পরিসরে ফল বাগান স্থাপন করে পারিবারিক পুষ্টির চাহিদা পূরণসহ বাড়তি আয়ের সুযোগ রয়েছে।

প্রতি বছর দেশব্যাপী ফলমেলার আয়োজন ও প্রচারণার ফলে জনসাধারণের মাঝে দেশি ফল চাষের আগ্রহ বাড়ছে ও বাণিজ্যিকভাবে কুল, লিচু, আম চাষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে শ্রমনিবিড় কাজে অধিকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বাণিজ্যিকভাবে ফল চাষের প্রসার ঘটায় ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা গড়ে ওঠার ফলে ফলের সংগ্রহোত্তর ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে।

গ্রামাঞ্চলের মতো শহরাঞ্চলেও বসতবাড়ির ছাদে ও টবে ফল চাষ দিনদিন জনপ্রিয় হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পে বনায়নের ক্ষেত্রে শুধু টিম্বার বা কাঠ উৎপাদনশীল বিদেশি গাছের পরিবর্তে কাঠ ও ফল দুটোই পাওয়া যায় এমন দেশি গাছ রোপণকে অগ্রাধিকার দেয়া প্রয়োজন। বর্তমান কৃষকবান্ধব সরকার খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টিকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। বিদেশি ফলের আমদানি নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে এরই মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। সমন্বিত মানসম্মত উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে ফলদ বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ৭৩টি হর্টিকালচার সেন্টারে চারা/কলম উৎপাদন, বৃক্ষ ও ফল মেলার আয়োজন এবং অন্যান্য সম্প্রসারণ কর্মসূচির মাধ্যমে ফলের আবাদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে। নতুন বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বাগানের পরিচর্যার লক্ষ্যে আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বাণিজ্যিকভাবে ফল বাগানের পরিপূরক হিসেবে বসতবাড়িতে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় দেশি ফল চাষ বৃদ্ধি করে পুষ্টি সরবরাহ, আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা সম্ভব।

* মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫

বাণী

প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০২ আষাঢ় ১৪২০
১৬ জুন ২০১৩

কৃষি মন্ত্রণালয় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ১৬-৩০ জুন ২০১৩ ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর এবারের প্রতিপাদ্য 'দেশি ফলে বেশি পুষ্টি, অর্থ খাদ্যে পাই তুষ্টি' যথেষ্ট সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, মেধার বিকাশ, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ নৈসর্গিক শোভা বর্ধনে ফল ও ফলদ বৃক্ষের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের জাতীয় জীবনে পুষ্টির চাহিদা মিটাতে ফলের কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব।

এবারের ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষে জাতীয় ফল কাঁঠালকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কাঁঠাল আমাদের আবহাওয়া উপযোগী একটি পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও অর্থকরী ফল। আমাদের রপ্তানিযোগ্য ফলের তালিকায়ও কাঁঠাল সর্বাগ্রে। কাঁঠালসহ অন্যান্য দেশি ফলের গাছ রোপণ করে আমরা খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ করতে পারি। আর্থিকভাবেও লাভবান হতে পারি।

দেশি ফলে ভিটামিন ও খনিজ লবণের পরিমাণ বিদেশি ফলের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। সারা বছর পর্যাপ্ত ফল উৎপাদন করার জন্য ফলদ বৃক্ষ রোপণের পাশাপাশি দেশের ঐতিহ্যবাহী ফল যেমন- কাউফল, ডেউয়া, করমচা, চালতা, তেঁতুল, দেশি বরই, জাম, ক্ষুদেজাম, বিলিম্বি, গাব ইত্যাদি যেন হারিয়ে না যায় সেদিকে সকলকে দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস দেশকে ফল উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করবে। আমাদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিশ্ব বাজারে ঐতিহ্যবাহী এসব ফল রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ ২০১৩ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(শেখ হাসিনা)

বাণী

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
ঢাকা

খাদ্য চাহিদা পূরণ, পুষ্টি সরবরাহ, মেধার বিকাশ, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ফল ও ফল গাছের গুরুত্ব অপরিসীম। আমদানি করা আপেল, কমলা, আঙ্গুর ইত্যাদি ফল পুষ্টিসমৃদ্ধ হলেও তা আমাদের অনেকেরই ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। এছাড়া কাঁঠাল, আম, লিচু ইত্যাদি দেশি ফল যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় তা আমাদের দৈনন্দিন ফলের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়। বসতবাড়ির আঙ্গিনা, পতিত জমি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উঁচু রাস্তার ধারে দেশি ফল চাষের প্রসার ঘটিয়ে পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। বিশ্ব বাজারে আমাদের দেশের সুস্বাদু ও পুষ্টিকর ফলের যথেষ্ট কদর থাকায় বাণিজ্যিকভাবে দেশি ফল চাষ করে তা রফতানির মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। তাই ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ উপলক্ষে সারাদেশে দেশজ ফলের চারা রোপণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে সফল করতে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

প্রতিবারের মতো এবারও কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৩ জাতীয়ভাবে উদযাপন করা হচ্ছে, যার প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে, 'দেশি ফলে বেশি পুষ্টি, অর্থ খাদ্যে পাই তুষ্টি'। ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৩ সফল করতে ঢাকায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল চত্বরে তিন দিনব্যাপী (১৬-১৮ জুন ২০১৩) জাতীয় ফল মেলার আয়োজনের পাশাপাশি জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিনামূল্যে ফলের চারা বিতরণ ছাড়াও সেমিনার, কর্মশালা ও র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষে বৃক্ষ রোপণ আন্দোলন সফল করতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বিএডিসি ও কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রায় এক কোটি ফলের চারা/কলম বিতরণ করবে। জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার, বুকলেট বিতরণ এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের ফলদ বৃক্ষ রোপণে উদ্বুদ্ধ করতে রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস জাতীয় ফল কাঁঠালের ওপর গুরুত্বারোপ করে 'কৃষিকথা'র আষাঢ় মাসের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করছে এবং বেতার ও টেলিভিশনে ফলদ বৃক্ষ রোপণ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার কার্য পরিচালিত হচ্ছে।

সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ফলদ বৃক্ষ রোপণ পক্ষ-২০১৩ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনীকে সাফল্যমন্ডিত করবে বলে আশা করি।

(ড. এস এম নাজমুল ইসলাম)
ভারপ্রাপ্ত সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
ঢাকা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস
খামারবাড়ি, ঢাকা

ডিজাইন ও প্রকাশনায়
ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd
ই-মেইল : dirais@ais.gov.bd
ফোন : ৮৮০-২-৯১১২২৬০ ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১১৬৭৬৮